দামুড়হুদায় সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি; দুই কথিত সাংবাদিক আটক

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গার্লস স্কুল রোডে ভূমিহীন পাড়ার জিয়ার ছেলে মামুনের ফার্মেসীতে সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখিয়ে বুম হাতে করে চ্যানেল ২৪ ও আমরাই বাংলাদেশ পত্রিকার সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে কথিত সাংবাদিক চুয়াডাঙ্গা গুলশান পাড়ার আশাদুল হকের ছেলে ওয়াশিকুর রহমান ও কোর্ট পাড়ার পিরু বক্সের ছেলে নান্টু।

এসময় মামুন বলে কেন টাকা দিবো এমন কথা কাটাকাটির পর্যায়ে স্থানীয় অনেকে জড়ো হয়। এসময় স্থানীয়দের রোষানলে পড়ে তারা। তাদের ১ ঘন্টা আটকে রেখে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেই স্থানীয়রা। পরে তাদের কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ক্যাম্পে নিয়ে যায় ও দুপক্ষের বক্তব্য শুনে তাদের সতর্ক করে ছেড়ে দেয়।

স্থানীয়রা জানান এ দুজন প্রায় সময় কার্পাসডাঙ্গা এলাকায় আসে ও বিভিন্ন পুকুর,বেকারী,বালু ব্যাবসায়ীর কাছে টাকা চাঁদা দাবী করে। এতে করে প্রকৃত সাংবাদিকদের চরম সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। এসব কথিত সাংবাদিক পরিচয় চাঁদাবাজ দের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক কঠোর আইনগত ব্যাবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গা প্রেমিক জুটি আটক

প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে পালানোর সময় প্রেমিক জুটিকে আটক করেছে এলাকাবাসী । আজ সোমবার বিকেল ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গার খাসকররা ইউনিয়নের নন্দপুর গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। অবশেষে ওই গৃহবধূর স্বামী রিপনের বড় ভাই মিল্টনের নিকট প্রেমিক জুটিকে জিম্মায় দেয়

স্থানীয়রা। ঘটনাটি এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের সৌদি প্রবাসী রিপনের স্ত্রীর সাথে পার্শবর্তী আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের ফকির মোহাম্মদের ছেলে সেলিম ওই গৃহবধূর সাথে পরকীয়া প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রবাসী রিপনের বাড়ির সামনেই খোকনের ফার্নিচার কারখানায় কাজ করতো সেলিম।

ওই কারখানায় কাজের সূত্রেই তাদের দুজনের প্রেম সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এবিষয় গত ৫ মাসপূর্বে স্থানীয়দের মাঝে জানাজানি হয়। আজ সোমবার বিকেলে প্রেমিক জুটি পালানোর চেষ্টা করে। ঘটনার সময় দুজনই খাসকররা নন্দপুর মোড়ে পৌঁছালে স্থানীয়রা তাদের আটক করে। পরে প্রবাসী রিপনের বড় ভাই মিল্টন দুজনকে তার জিম্মায় নেয়। ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

আলমডাঙ্গায় অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডারে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

বিভিন্ন অভিযোগে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা ভোক্তা অধিদফতর। এ ছাড়া নোংরা পাত্রে মিষ্টি রাখা ও কারখানায় অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগে ৭ দিন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত ।

সোমবার দুপুরে শহরের চারতলা মোড়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন জেলা ভোক্তা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানান, পৌর শহরের চারতলা মোড়ে অধিকার মিষ্টিন্ন ভান্ডারের কারখানায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অস্বাস্থ্যকর নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে দই মিষ্টি ও খাবার তৈরি করে। কারখানার মধ্যে নোংরা টয়লেট ও কর্মচারীদের হাত ধোঁয়ার কোন সুব্যবস্থা নেই। এছাড়াও বাসি রস মিষ্টিতে মরা মাছি

পড়ে ছিলো। দই তৈরির পাতিলে ৫/৬ শত গ্রাম ওজনে গ্রাহক ঠকানোর অভিযোগ ওঠে। নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পাত্রে মিষ্টি রাখায় অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক হারান অধিকারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় পোকামাকড় মিশ্রিত বাসি রস-মিষ্টি ফেলে নষ্ট করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের কারখানাটি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ০৭টি বন্ধের নির্দেশ দেয় ভোক্তা অধিদফতর।

দামুড়হুদায় ১৮০ পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ গ্রেফতার ১

দামুড়হুদায় চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক বিরোধী সফল অভিযানে ১৮০ পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার সহ ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার বেলা আড়াইটার দিকে জয়রামপুর গাতির পাড়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত হলো দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর গাতির পাড়ার মৃত: মফিজ উদ্দিন মন্ডল এর ছেলে মো: কলম আলী মন্ডল ওরফে কল্লোল (৪৩)।

গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে উপ পরিদর্শক আকবর হোসেন এর নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় ও বিভাগীয় স্টাফদের সমন্বয়ে দামুড়হুদা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গাতির পাড়ার মো: কলম আলী মন্ডল ওরফে কল্লোল কে জয়রামপুর গাতির পাড়া গ্রামস্থ নিজ দখলীয় বসতঘর হইতে ১৮০ পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার পূর্বক তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আসামীকে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়। জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক আকবর হোসেন মামলার বাদী হয়ে উক্ত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, আসামীকে আজ বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দামুড়হুদায় ২৩ পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার ১

দামুড়হুদায় ২৩ পিস ইয়াবা সহ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত হলো চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের মোঃ শালতাফ হোসেন এর ছেলে মোঃ জাহিদুল ইসলাম (৩৮)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির এর সার্বিক দিকনির্দেশনায় এসআই মঞ্জুরুল হক এবং কিলো-২১ ডিউটিতে নিয়োজিত এসআই তোবারক আলী এর সমন্বয়ে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক দ্রব্য উদ্ধারের বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সন্ধ্যা ৭ টার দিকে উপজেলার সদরে গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পেছনে দামুড়হুদা টু কার্পাসডাঙ্গা পাকা রাস্তার উপর থেকে জাহিদুল ইসলামকে ২৩ পিস ইয়াবা সহ হাতেনাতে গ্রেফতার করে।

উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে গ্রেফতারকৃত আসামীর নিকট উদ্ধারকৃত আলামত, জব্দতালিকা মুলে পুলিশ নিজ হেফাজতে গ্রহণ করে। তার বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য আইনে নিয়মিত মামলা অজু করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, ইয়াবা সহ ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আসামিকে আজ বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দামুড়হুদা থানা পুলিশের অভিযানে ২১পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২১পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ২জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় রবিবার ভোর ৪টার দিকে চিৎলা গ্রাম থেকে ২১পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এর নেতৃত্বে এসআই মঞ্জুরুল হক সঙ্গীয় ফোর্সসহ দামুড়হুদা মডেল থানাধীন চিৎলা কদমতলা সাঈদের মটর সাইকেল গ্যারেজের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে ২১পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ২জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা গ্রামের সুজন আলীর ছেলে সাকিল আহম্মেদ (২২) ও গোবিন্দহুদা গ্রামের বাবু শেখের ছেলে আজিজুল শেখ (৩২)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় উলামা কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে এক হাজার আল কুরআন বিতরণ

সুইডেনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহাগ্রন্থ-আল কুরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে ১০০০ (এক হাজার) কুরআন বিতরণ কর্মসূচি পালন করছে সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদ, চুয়াডাঙ্গা। এক হাজার কুরআন বিতরণ অবদি এই কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির দায়িত্বশীলরা।

গতকাল শনিবার (৫ আগস্ট) বাদ আসর জেলার শহীদ হাসান চত্বরে এই কুরআন বিতরণ কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি। এসময় শতশত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের হাতে পবিত্র কুরআন তুলে দেয় সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দগণ।

কুরআন বিতরণ পূর্ব জমায়েতে নেতৃবৃন্দ বলেন, সুইডেনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কুরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে এর আগেও আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছি। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ঘোষিত ১ হাজার কুরআন বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গতকাল শনিবার আমরা চুয়াডাঙ্গার শহীদ হাসান চত্বরে জমায়েত হয়েছি। আজ রবিবার থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মসজিদেও এই কার্যক্রম চলবে ইনশাআল্লাহ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা সুইডেনকে জানিয়ে দিতে চাই, একটা মাত্র কাগজের কুরআন পুড়িয়ে পৃথিবীর বুকে কুরআনের প্রচারণাকে থামিয়ে দেয়া যাবেনা।কারণ মুসলমানরা কুরআন শরীফ কাগজের পাতায় ধারণ করেনা বরং তারা এই পবিত্র কুরআন তাদের হৃদয়ে ধারণ করে। এজন্য কুরআনের পাতা পুড়িয়ে কুরআন থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ১ হাজার কুরআন বিতরণ কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে মাদরাসা মসজিদসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলবে, আজ চুয়াডাঙ্গার শহীদ হাসান চত্বর থেকে তার কার্যক্রম শুরু হলো।

বক্তারা বলেন, মহাগ্রন্থ আল কুরআনসহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যে বা যারাই কটুক্তিকর বক্তব্য দেয়ার দু:সাহস দেখানোর চেষ্টা করবে, আমরা সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদ এর প্রতিবাদে দাত ভাঙ্গা জবাব দিতে মাঠে নামবই, ইনশাআল্লাহ।

বক্তারা আরও বলেন, সুইডেনে কুরআন পোড়ানো হয়নি, বরং বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয় পোড়ানো হয়েছে। এই ঘটনায় গোটা বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা এটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছি না।

আয়োজিত ১০০০ (এক হাজার) কুরআন বিতরণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, সাংগঠনটির সভাপতি মাওলানা হাসানুজ্জামান, সেক্রেটারী মাওলানা আখতারুজ্জামান, সহ-সভাপতি মুফতী আব্দুর রশিদ রজব, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা সারওয়ার হুসাইন, মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাহফুজুর

রহমান মাফী প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদের কোষাধ্যক্ষ হাফেজ তাজুল ইসলাম, সহ-সেক্রেটারী মাওলানা আমির খসরু, মাওলানা আব্দুল্লাহ, সপ্তর সম্পাদক মাওলানা জুনাইদ আল হাবিব, সহ-দপ্তর সম্পাদক মাওলানা ফয়জুল্লাহ আল মুনির ও মাওলানা জামাল উদ্দিন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা ট্রাক ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

উৎসবমুখর পরিবেশে আন্তঃজেলা ট্রাক ট্রাংকলরী কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন ১৮৯৫র আলমডাঙ্গা শাখা কার্যালয়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে রিয়াজ উদ্দিন সভাপতি ও মজিবার রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় গতকাল শনিবার উৎসবমুখর পরিবেশে আন্তঃজেলা ট্রাক ট্রাংকলরী কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন ১৮৯৫র শাখা কার্যালয়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১০ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনে মোট ৪৩৩ টি ভোটার মধ্যে ৪০৫ টি ভোট পোল হয়েছে। নির্বাচনে সভাপতি পদে মো: রিয়াজ উদ্দিন ছাতা প্রতিক নিয়ে ২৬৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আব্দুল মালেক সাইকেল প্রতিক পেয়েছেন ১৩৬ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে মজিবার রহমান আনারস প্রতিক নিয়ে ১৯৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আকুল আলী মাছ প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১১২ ভোট, অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী রফিকুল ইসলাম কুড়েঘর প্রতিক নিয়ে পেয়েছে ৭৮ ভোট।

এছাড়াও সহ-সভাপতি পদে হাফিজুল ইসলাম দাড়িপাল্লা প্রতিক নিয়ে ১৯৯

ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী শহিদুল ইসলাম ইপি হরিণ প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৭৫ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম মশাল প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৫৯ ভোট।

যুগ্ম সম্পাদক পদে সাজ্জাদুর রহমান সাজু ট্রাক প্রতিক নিয়ে ১৯৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আব্দুল জব্বার হাতি প্রতিক নিয়ে ১১৩ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মিজানুর রহমান দোয়াতকলম প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ৫৯ ভোট। সহ-সম্পাদক পদে মুক্তার আলী মই প্রতিক নিয়ে ১৬৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি সুরমত আলী চেয়ার প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৩৪ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মিজানুর রহমান ফুটবল প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ৫৮ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আব্দুল হান্নান বালতি প্রতিক নিয়ে ১৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি সুজন শেখ মোটর সাইকেল প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৩৩ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোজাফ্ফর হোসেন গোলাপ প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১১৯ ভোট। প্রচার সম্পাদক পদে আশরাফুল হক রুবেল উড়োজাহাজ প্রতিক নিয়ে ২১৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী এনামুল হক মাইক প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ১৫৩ ভোট।

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গা আন্তজেলা ট্রাক ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের মামুন অর রশিদ।

দর্শনার বাড়াদী সীমান্তে ২০ কেজি দানাদার রুপা জব্দ

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি দর্শনা সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা মৃল্যের দানাদার রুপা আটক করেছে।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে,অভিযান চালায় বাড়াদী সীমান্তে। এ

অভিযানে বিজিবি ২০ কেজি ওজনের পলিথিন পিপি প্যাকেটে মোড়ানো ১৭১৪.৬৭ ভরি ভারতীয় দানাদার রুপা আটক করেছে।

বিজিবি জানায়, গতকাল শনিবার চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত বারাদী সীমান্তে বারাদী বিওপি হতে নিয়মিত টহল পরিচালনাকালে বারাদী বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার সোহরাওয়াদী হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বাড়াদী সীমান্তের মেইন পিলার ৮০/৬-আর হতে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়ে এ্যাম্বুশ করে।

এসময় বিকাল ৫ টার দিকে অজ্ঞাত কিছু ব্যক্তিকে শুন্য লাইন অতিক্রম করে মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়ের দিকে আসতে দেখে।বাড়াদী বিজিবি সশস্ত্র টহল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে চোরাচালানীদেরকে ধাওয়া করে। ফলে বিজিবির ধাওয়া খেয়ে চোরাচালানীরা তাদের মাথায় থাকা বস্তাটি ফেলে দৌড়ে ভারতের অভ্যন্তরে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি টহল দল চোরাকারবারীদের ফেলে যাওয়া বস্তাটি জব্দ করে। জব্দকৃত বস্তার ভিতর ১৬টি পলিথিনের প্যাকেট হতে ২০ কেজি (১৭১৪.৬৭ ভরি) ভারতীয় দানাদার রুপা আটক কর।।

এ ব্যাপারে হাবিলদার সোহরাওয়াদী হোসেন বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করে। আটককৃত ভারতীয় দানাদার রুপাগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা ঠিকাদার সমিতির আহবায়ক কমিটি গঠন

আলমডাঙ্গা উপজেলা ঠিকাদার সমিতির কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আলোচনা সভা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় থানাপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে এ আলোচনা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় ঠিকাদার মিজানের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন ঠিকাদার সাবেক খাসকররা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আজিবর রহমান।

বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইটভাটা মালিক হেলাল উদ্দিন, বিশিষ্ট ঠিকাদার সিরাজুল ইসলাম,আহসান হাবিবব, সিরাজুল ইসলাম লাল্টু, আহসান উল্লাহ, সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, আশরাফুল হক,আলাল উদ্দিন, রকিবুল ইসলাম রকি, হাসানিজ্জামান হাসান প্রমুখ।

মতবিনিময় শেষে সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সাবেক আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইটভাটা ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দীনকে আহবায়ক ও বিশিষ্ট ঠিকাদার সিরাজুল ইসলামকে যুগ্ম আহবায়ক মনোনীত করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন আজিবার রহমান,বিশিষ্ট ঠিকাদার সামসুল ইসলাম, আলাল উদ্দিন, রকিবুল ইসলাম রকি, মুন্সি শফিকুল ইসলাম, মীর মুছা ওয়ালীউল্লাহ লাল্টু, আলম হোসেন, সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন, আহসান হাবিব, আহসানউল্লাহ, বাবুল মিয়া, আশরাফুল ইসলাম, কামরুজ্জামান বকুল, বসির উদ্দীন, কামাল জোয়াদ্দার, আশাবুল হক, মোজাম্মেল হক, মিজানুর রহমান, আলিউজ্জামান।